২৫

স্থান -- বেলুড় মঠ
কাল -- (ঐ নির্মাণকালে) ১৮৯৮

শিষ্য -- স্বামীজী! ঠাকুর বলিতেন, কামিনী-কাঞ্চন ত্যাগ না করিলে ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না। তবে যাহারা গৃহস্থ, তাদের উপায় কি? তাহাদের তো দিন-রাত ঐ উভয় লইয়াই ব্যস্ত থাকিতে হয়।

স্বামীজী -- কামকাঞ্চনের আসক্তি না গেলে ঈশ্বরে মন যায় না, তা গেরস্তই হোক আর সন্ন্যাসীই হোক। ঐ দুই বস্তুতে যতক্ষণ মন আছে, জানবি -- ততক্ষণ ঠিক ঠিক অনুরাগ, নিষ্ঠা বা শ্রদ্ধা কখনই আসবে না।

শিষ্য -- তবে গৃহস্থদিগের উপায়?

স্বামীজী -- উপায় হচ্ছে ছোটখাট বাসনাগুলিকে পূর্ণ করে নেওয়া, আর বড় বড়গুলিকে বিচার করে ত্যাগ করা। ত্যাগ ভিন্ন ঈশ্বরলাভ হবে না, 'যদি ব্রহ্মা স্বয়ং বদেৎ' -- বেদকর্তা ব্রহ্ম স্বয়ং তা বললেও হবে না।

শিষ্য -- আচ্ছা মহাশয়, সন্ন্যাস গ্রহণ করলেই কি বিষয়-ত্যাগ হয়?

স্বামীজী -- তা কি কখনও হয়? তবে সন্ন্যাসীরা কামকাঞ্চন সম্পূর্ণভাবে ত্যাগ করতে প্রস্তুত হচ্ছে, চেষ্টা করছে; আর গেরস্তেরা নোঙর ফেলে নৌকায় দাঁড় টানছে -- এই প্রভেদ। ভোগের সাধ কখনও মেটে কি রে? 'ভূয় এবাভিবর্ধতে' -- দিন দিন বাড়তেই থাকে।

শিষ্য -- কেন? ভোগ করিয়া করিয়া বিরক্ত হইলে শেষে তো বিতৃষ্ণা আসিতে পারে?

স্বামীজী -- দূর ছোঁড়া, তা ক-জনের আসতে দেখেছিস? ক্রমাগত বিষয়ভোগ করতে থাকলে মনে সেই-সব বিষয়ের ছাপ পড়ে যায়, দাগ পড়ে যায়, মন বিষয়ের রঙে র'ঙে যায়। ত্যাগ, ত্যাগ -- এই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য -- কেন মহাশয়, ঋষিবাক্য তো আছে -- 'গৃহেষু পঞ্চেন্দ্রিয়নিগ্রহস্তপঃ, নিবৃত্তরাগস্য গৃহং তপোবনম্' -- গৃহস্থাশ্রমে থাকিয়া ইন্দ্রিয়সকলকে বিষয় অর্থাৎ রূপরসাদি-ভোগ হইতে বিরত রাখাকেই তপস্যা বলে; বিষয়ের প্রতি অনুরাগ দূর হইলে গৃহই তপোবনে পরিণত হয়।

স্বামীজী -- গৃহে থেকে যারা কামকাঞ্চন ত্যাগ করতে পারে, তারা ধন্য; কিন্তু তা ক-জনের হয়?

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, আপনি তো ইতঃপূর্বেই বলিলেন যে, সন্ন্যাসীদের মধ্যেও অধিকাংশের সম্পূর্ণরূপে কামকাঞ্চন ত্যাগ হয় নাই।

স্বামীজী -- তা বলেছি; কিন্তু এ-কথাও বলেছি যে, তারা ত্যাগের পথে চলেছে; তারা কামকাঞ্চনের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে। গেরস্তদের এখনও কামকাঞ্চনাসক্তিটাকে বিপদ বলেই ধারণা হয়নি, আত্মোন্নতির চেষ্টাই হচ্ছে না। ওটার বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ করতে হবে, এ ভাবনাই এখনও আসেনি।

শিষ্য -- কেন মহাশয়, তাহাদিগের মধ্যেও তো অনেকেই ঐ আসক্তি ত্যাগ করিতে চেষ্টা করিতেছে?

স্বামীজী -- যারা করছে, তারা অবশ্য ক্রমে ত্যাগী হবে; তাদেরও কামকাঞ্চনাসক্তি ক্রমে কমে যাবে। কিন্তু কি জানিস -- 'যাচ্ছি যাব, হচ্ছে হবে' যারা এইরূপে চলেছে, তাদের আত্মদর্শন এখনও অনেক দূরে। 'এখনই ভগবান লাভ করব, এই জন্মেই করব' -- এই হচ্ছে বীরের কথা। ঐরূপ লোকে এখনই সর্বস্ব ত্যাগ করতে প্রস্তুত হয়; শাস্ত্র তাদের সম্বন্ধেই বলেছেন, 'যদহরেব বিরজেৎ তদহরেব প্রব্রজেৎ' -- যখনই বৈরাগ্য আসবে, তখনই সংসার ত্যাগ করবে।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, ঠাকুর তো বলিতেন -- ঈশ্বরের কৃপা হইলে, তাঁহাকে ডাকিলে তিনি এই-সকল আসক্তি এক দন্ডে কাটাইয়া দেন।

স্বামীজী -- হাঁ, তাঁর কৃপা হলে হয় বটে, কিন্তু তাঁর কৃপা পেতে হলে আগে শুদ্ধ পবিত্র হওয়া চাই; কায়মনোবাক্যে পবিত্র হওয়া চাই, তবেই তাঁর কৃপা হয়।

শিষ্য -- কিন্তু কায়মনোবাক্যে সংযম করিতে পারলে কৃপার আর দরকার কি? তাহা হইলে তো আমি নিজেই নিজের চেষ্টায় আত্মোন্নতি করিলাম।

স্বামীজী -- তুই প্রাণপণে চেষ্টা করছিস দেখে তবে তাঁর কৃপা হয়। Struggle (উদ্যম বা পুরুষকার) না করে বসে থাক, দেখবি কখনও কৃপা হবে না।

শিষ্য -- ভাল হইব, ইহা বোধ হয় সকলেরই ইচ্ছা; কিন্তু কি দুর্লক্ষ্য সূত্রে যে মন নীচগামী হয়, তাহা বলিতে পারি না; সকলেরই কি মনে ইচ্ছা হয় না যে, আমি সৎ হইব, ভাল হইব, ঈশ্বর লাভ করিব?

স্বামীজী -- যাদের ভেতর ওরূপ ইচ্ছা হয়েছে, তাদের ভেতর জানবি Struggle (উদ্যম বা চেষ্টা) এসেছে এবং ঐ চেষ্টা করতে করতেই ঈশ্বরের দয়া হয়।

শিষ্য -- কিন্তু মহাশয়, অনেক অবতার-জীবনে তো ইহাও দেখা যায় -- যাহাদের আমরা ভয়ানক পাপী ব্যভিচারী ইত্যাদি মনে করি, তাহারাও সাধনভজন না করিয়া তাঁহাদের কৃপায় অনায়াসে ঈশ্বরলাভে সক্ষম হইয়াছিল -- ইহার অর্থ কি?

স্বামীজী -- জানবি -- তাদের ভেতর ভয়ানক অশান্তি এসেছিল, ভোগ করতে করতে বিতৃষ্ণা এসেছিল, অশান্তিতে তাদের হৃদয় জ্বলে যাচ্ছিল; হৃদয়ে এত অভাব বোধ হচ্ছিল যে, একটা শান্তি না পেলে তাদের দেহ ছুটে যেত; তাই ভগবানের দয়া হয়েছিল। তমোগুণের ভেতর দিয়ে ঐ-সকল লোক ধর্মপথে উঠেছিল।

শিষ্য -- তমোগুণ বা যাহাই হউক, কিন্তু ঐ ভাবেও তো তাহাদের ঈশ্বরলাভ হইয়াছিল?

স্বামীজী -- হাঁ, তা হবে না কেন? কিন্তু পায়খানার দোর দিয়ে না ঢুকে সদর দোর দিয়ে বাড়িতে ঢোকা ভাল নয় কি? এবং ঐ পথেও তো 'কি করে মনের এ অশান্তি দূর করি' -- এইরূপ একটা বিষম হাঁকপাকানি ও চেষ্টা আছে।

শিষ্য -- তাহা ঠিক, তবে আমার মনে হয়, যাহারা ইন্দ্রিয়াদি দমন ও কামকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ঈশ্বরলাভ করিতে উদ্যত, তাহারা পুরুষকারবাদী ও স্বাবলম্বী; এবং যাহারা কেবলমাত্র তাঁহার নামে বিশ্বাস ও নির্ভর করিয়া পড়িয়া আছে, তাহাদের কামকাঞ্চনাসক্তি তিনিই কালে দূর করিয়া অন্তে পরম পদ দেন।

স্বামীজী -- হাঁ, তবে ঐরূপ লোক বিরল; সিদ্ধ হবার পর লোকে এদেরই 'কৃপাসিদ্ধ' বলে। জ্ঞানী ও ভক্ত -- এ উভয়েরই মতে কিন্তু ত্যাগই হচ্ছে মূলমন্ত্র।

শিষ্য -- তাহাতে আর সন্দেহ কি! শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র ঘোষ মহাশয় একদিন আমায় বলিয়াছিলেন, কৃপাপক্ষে কোন নিয়ম নেই; যদি থাকে, তবে তাকে কৃপা বলা যায় না। সেখানে সবই বে-আইনী কারখানা।

স্বামীজী -- তা নয় রে, তা নয়; ঘোষজ যেখানকার কথা বলেছে, সেখানেও আমাদের অজ্ঞাত একটা আইন বা নিয়ম আছেই আছে। বে-আইনী কারখানাটা হচ্ছে শেষ কথা, দেশ-কাল-নিমিত্তের অতীত স্থানের কথা; সেখানে Law of Causation (কার্য-কারণ-সম্বন্ধ) নেই, কাজেই সেখানে কে কারে কৃপা করবে? সেখানে সেব্য-সেবক, ধ্যাতা-ধ্যেয়, জ্ঞাতা-জ্ঞেয় এক হয়ে যায় -- সব সমরস।

শিষ্য -- আজ তবে আসি। আপনার কথা শুনিয়া আজ বেদ-বেদান্তের সার বুঝা হইল; এতদিন কেবল বাগাড়ম্বরমাত্র করা হইতেছিল।

স্বামীজীর পদধূলি লইয়া শিষ্য কলিকাতা অভিমুখে অগ্রসর হইল।